যুগান্তর

তারিখ ... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8

প্রাথমিকেই ঝরে পড়ে ৯০ শতাংশ দলিত শিশু

শিপন হাবীব

প্রতিদিন মধ্যরাতে উঠে ভোর পর্যন্ত পয়োঃবর্জ্য তুলতে হয়। এরপর ঝুড়িবোঝাই করে তা নিয়ে প্রায় এক মাইল হেঁটে গিয়ে ফেলতে হয় নির্ধারিত ডাস্টবিনে। যখন বর্ষা আসে, ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে বর্জ্যের উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত পানি চুঁইয়ে মাথায় পড়ে, মাখামাখি হয় চুলে। এ অভিজ্ঞতা শুধু রাজধানীর টিকাটুলির সিটি কলোনির শিশু মিনাক্ষী বাঁশফুলের নয়, হাতে-মাথায় করে পয়োঃবর্জ্য পরিষ্কার করেন যারা, তাদের সবারই এমন নিদারুণ অভিজ্ঞতা। এসব শিশু 'সুযোগ চাই, মানুষ হব' স্লোগানে সুর মেলাতে পারছে না। তারা বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে।

সিটি কর্পোরেশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বড়রা কাজ করলেও দলিত অনেক শিশু বাসাবাড়ি, অফিস, বাস স্টেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পয়োঃবর্জ্য পরিষ্কার করে। কিছুসংখ্যক শিশু পড়তে চাইলেও, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের চরম দারিদ্র্যতা, অভিভাবকের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

প্রাথমিকেই ঝরে পড়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পেশাগত পরিচয় তথা অস্পৃশ্যতা। এভাবে এ সম্প্রদায়ের প্রায় ৯০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক স্তর থেকেই ঝরে পড়ছে। দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন এবং দলিত নারী ফেডারেশনের গবেষণা সূত্রে জানা যায়, দেশে দলিত রয়েছে মোট ৬৩ দশমিক ৬৮ লাখ। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুভর্তির হার ৯৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। তবে দলিত শিশুর বেলায় এ সংখ্যা খুবই হতাশার। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু (৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী)। এ হিসাবে দলিত শিশু প্রায় ৩০ লাখ। এসব শিশুর কিছুসংখ্যক প্রাথমিকে ভর্তি হলেও প্রায় ৯০ শতাংশই ঝরে পড়ে।

চরম দারিদ্র্যতা ও অভিভাবকের পেশাগত পরিচয় বড় বাধা

ঢাকা শহরে রয়েছে মোট ১৭টি সুইপার কলোনি। জনপ্রতিনিধি বদলালেও এখানকার ছবি বদলায় না। সরেজমিন এসব কলোনি ঘুরে দেখা যায়, পলিথিন আর কঞ্চি কিংবা ইটপাথরের ৭ ফুট বাই ৮ ফুটের ঘরে তারা বাস করছে। ঝড়-বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই। ছোট্ট ঘরগুলোতেই পরিবারের ৮-৯ জন গাদাগাদি করে রাত কাটানোর চেষ্টা চলে। রাতে মা-বাবা, কখনও ছেলে ও তার স্ত্রী ঘরের বাইরে নির্দিষ্ট সময় পার করেন। এমন পরিবেশে অন্তত পড়াশোনা হয় না— ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এ সম্প্রদায়ের মায়েরা।

টিকাটুলি সুইপার কলোনিতে দেখা যায়, রাস্তার পাশে সারি সারি ঘরে বাস করছেন এ সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই হাজার বাসিন্দা। যেখানে প্রায় দেড় হাজারের বেশি শিশু রয়েছে। ওয়ারী তেলেগু সমাজকল্যাণ সংঘের সভাপতি জেএস নাইডু যুগান্তরকে বলেন, শিশুরা প্রাথমিক নয়, ৩য়-৪র্থ শ্রেণীতে উঠলেই আলাদা একটি পরিবেশ বা কক্ষ প্রয়োজন হয়, যা কখনও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। ফলে প্রাথমিক শেষ হওয়ার আগেই প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ে। আমাদের শিশুরা বড়দের মতোই পয়োঃবর্জ্য পরিষ্কার করবে— এটাই যেন নিয়তি। কথাগুলো বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন নাইডু।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রায় ৮১ হাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সুইপার) রয়েছেন। 'দলিত শ্রেণীর নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ' নামে একটি কর্মসূচি রয়েছে। এ কর্মসূচির পরিচালক খায়রুল ইসলাম মঞ্জু জানান, কর্মসূচির মাধ্যমে রাজধানীর ৬টি কলোনিতে প্রায় ৭শ' শিশুকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তবে এসব শিশুর প্রাইমারি থেকে হাই স্কুল, কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা নিশ্চত করা জরুরি।দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক বিভূতোষ রায় যুগান্তরকে বলেন, আমাদের শিশুরা ৫-৬ বছর বয়সী হলেই তাদের প্রতি বৈষম্য আর বঞ্চনা চরমে উঠে। নারী-শিশুদের বেলায় শোষণ-বঞ্চনা আরও তীব্র। শিশুর ইচ্ছে থাকলেও শুধু জন্ম পরিচয়ের কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, দলিতদের মধ্যে পয়োঃবর্জ্য পরিষ্কার কাজে জড়িত অধিকাংশই নারী। সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বাজেটও নেই বললেই চলে। আমাদের শিশুদের নেই শিক্ষাবৃত্তি; খাদ্যাভ্যাসের কারণেও শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে বছরের পর বছর।

দলিত নারী ফেডারেশনের সভাপতি মনি রাণী দাস বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের সন্তানদের অংশগ্রহণ এতই নগণ্য যে, তার কোনো হিসাবই নেই। বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য কোটা থাকলেও দলিতদের জন্য তা নেই। ফলে কন্যাশিশুর বাল্যবিয়ের হারও দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি। সম্প্রতি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বাজেটবিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ হয় জানিয়ে তিনি বলেন, ওই গবেষণায় উঠে এসেছে, দলিত জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরই নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকারী মানুষের হার ২৬ শতাংশ হলেও দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ হার ৯৬ শতাংশ।

হরিজন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব নির্মল চন্দ্র দাস বলেন, জন্ম থেকেই বৈষম্য সহ্য করছি। এ বৈষম্য আমাদের শিশুদের বেলায় আরও তীব্র। দলিত সম্প্রদায়ের শিশুর পড়াশোনার কোনো স্কুল নেই, নেই শিক্ষার সুযোগ। লেখাপড়ায় প্রধান বাধা দারিদ্র্যতা। স্কুলে গেলেও তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়, মাঝপথে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয় শিশুরা। এরপর তারা ঝুঁকে পড়ে পয়োঃবর্জ্য পরিষ্কারের পেশায়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর